07-01-2024 প্রাতঃ মুরলি ''অব্যক্ত বাপদাদা'' ওম্ শান্তি 31-12-97 মধুবন

''এই নতুন বছর মুক্তি-বর্ষ উদযাপন করো, সফল করো - সফলতা প্রাপ্ত করো''

আজ বাপদাদা নিজের নব জীবনের শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, নব যুগের রচয়িতা আত্মাদের নতুন বছরের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। দুনিয়ার জন্য নতুন বছর আরম্ভ হচ্ছে, তোমরা সব বাচ্চার মনে নব যুগের স্মৃতি আসছে। যেমন নতুন বছর কাল আসতে চলেছে, তেমনই নব যুগও কাল আসবে। এমন স্মৃতি কি আসে তোমাদের যে, আমাদের নতুন যুগ আগত প্রায়? যেমন, আজ নতুন বছরের জন্য মনুষ্য আত্মাদের হৃদয়ে খুশি রয়েছে, অল্পকালের উৎসাহ রয়েছে, তেমনই নব যুগ আগমনের সদাকালের খুশি তোমরা সব আত্মার মধ্যে রয়েছে? এমন মনে হয় কি ব্যস্ আজ আর কালকের ব্যাপার? আজ পুরানো যুগ, কাল নব যুগ সামনে দাঁড়িয়ে আছে? ড্রামা অনুসারে, আজ আর কালকের বিষয়, এমন স্পষ্ট স্মৃতি অনুভব হয় তোমাদের? নাকি শুধু নতুন বছর উদযাপন করতে এসেছো? নতুন বছর নব যুগের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। এই উৎসাহ-উদ্দীপনা হৃদয়ে থাকে কি যে, কাল তোমরা কি হতে চলেছো? নিজের নতুন শরীররূপী ড্রেস সামনে আসে? মনে আছে, তোমাদের নতুন শরীর নতুন যুগে কীরকম সুন্দর ছিল? কেমন যুগ ছিল, কেমন রাজ্য ছিল, প্রকৃতি কেমন দাসী ছিল, সতোপ্রধান ছিল! সেই রাজ্য অধিকারী স্থিতি স্পষ্ট? বোধগম্য হচ্ছে, সেই দুনিয়া কত সুন্দর? এক সেকেন্ডে নিজের রাজ্য অধিকার অনুভব করতে পারো নাকি অনুভব করছো? ব্যস্! এক সেকেন্ডে নব যুগে চলে যাও। কীভাবে যেতে হয় জানো তোমরা? কত বার এই রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করেছো, মনে আছে তোমাদের? অনুভব করো নিজের রাজ্য কত সুন্দর, অনুপম! স্বতন্ত্রও আবার মনোরমও বটে! সুতরাং সেকেন্ডে শুধু আমাদের রাজ্য আর আমাদের বিশ্ব রাজ্য অধিকারী-স্বরূপের স্মৃতিতে এসো। লোকে নতুন বছরে একে অপরকে অল্পকালের গিফ্ট দিয়ে থাকে আর বাবা গিফ্ট দেন নব যুগের, বিশ্ব-রাজত্বের অধিকারের। এই অবিনাশী গিফ্ট এই সময় বাবার দ্বারা তোমাদের সবার জন্য অটল ভবিতব্য হয়ে যায়। যে ভবিতব্যকে কেউ টলাতে পারে না। অচল, অখন্ড। তো এমন গিফ্ট প্রাপ্ত হয়েছে তো না? সুতরাং এই গিফ্ট রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, কোনো ডাকাত এই গিফ্ট যেন না নিয়ে যায়! তোমাদের সবার কাছে ডবল লক আছে তো না? আজকাল সিঙ্গল লক চলে না, ডবল লক দরকার। গডরেজ-এর লক নয়, গডের লক চাই। তো গড এইরকম লক তোমাদের দিয়েছেন যা কেউই ভাঙতে পারে না। যদি গড়িমসি করো তো দস্যু আসবে। দস্যুও হুঁশিয়ার হয়, তারাও জেনে যায় যে, এদের লক আজ আলগা রয়েছে, সেইজন্য নিশ্চেষ্ট হয়ো না।

তো এই নতুন বছরে স্ব-এর জন্য এবং সেবার জন্য কোনো নতুন প্ল্যান বানিয়েছো? কনফারেন্স করতে হবে, মত বিনিময় করতে হবে, সে' তো আছেই। নতুন প্ল্যান কী বানিয়েছো? বাপদাদা এই নতুন বছরে, দেশ এবং বিদেশের ভ্যারাইটি বর্গের বিশেষ আত্মাদের একটি পুষ্পস্তবক দেখতে চান। বর্গের সেবা তো অনেক করেছো, তাই না, এখন প্রতিটা বর্গ থেকে এমন একেক রত্ন তৈরি করো, একটাও বর্গ যেন মিস না হয়, কেন? এখন যখন সময় কাছে চলে আসছে তো কোনও বর্গের কেউ দোষারোপ যেন না করতে পারে যে আমাদের বর্গ বাদ রয়ে গেছে। প্রত্যেক বর্গ থেকে বিশেষ কোয়ালিটির কেউ একজন হবে যে মাইকের কাজ করতে পারে, কারণ যেভাবে সময় কাছাকাছি এগিয়ে আসছে তো সব পেশার (বর্গ) লোক, সব ধর্মের সব লোকের মুখ থেকে এক আওয়াজ বের হোক যে, বাবা এসে গেছেন, কেননা এই সঙ্গমযুগেই সব ধর্ম-স্থাপক আত্মাদের অথবা সমূহ বর্গের আত্মাদের মধ্যে বীজ বপন হতে হবে। তারা এত পাওয়ার নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাবে যা আবার সময়মতো নিজের নিজের বর্গের বা ধর্মের ইনভেন্টর (রচয়িতা) হবে। সেইজন্য সব বীজ তোমাদের প্রস্তুত করতে হবে, যা সময়মতো নিজের নিজের ডিপার্টমেন্টের নিমিত্ত হবে, কেননা বীজ হলেন বাবা আর তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা কান্ড, সমুদয় আত্মা বীজ আর কান্ড থেকেই বের হয়। অতএব, বিদেশেরও এবং দেশেরও এমন পুষ্পস্তবক তোমরা বাবার সামনে নিয়ে এসো। প্রতিটি রকমের স্যাম্পল আনতে হবে, স্যাম্পল থেকে অন্য অনেকে আপনা থেকেই তৈরি হয় ... কিন্তু প্রত্যেকে যেন পাওয়ারফুল মাইক তৈরি হয়, বীজ বলো, ধর্ম বলো বা বর্গ কিংবা ভ্যারাইটি ফুলের স্তবক বলো, প্রস্তুত হওয়া দরকার। কেউই যেন মিস না হয়, তবেই বলা যাবে বিশ্ব কল্যাণকারী বা সকল আত্মার উদ্ধারকারী নিমিত্ত আত্মা। সর্ব-সম্প্রদায়ের একটা শাখাও কম হওয়া চলবে না, সমুদয় শাখা প্রয়োজন। হতে পারে তোমাদের নব যুগে কোনো বর্গ থাকবে না, কিন্তু সেই আত্মাদের মধ্যে থেকে যারা দ্বাপর কিংবা কলিযুগে ইনভেন্টর নিমিত্ত হয়, সেই আত্মাদের শক্তি তোমাদের দ্বারাই প্রাপ্ত হবে। যেভাবে সকল ধর্ম পিতাগণ তোমাদের সামনে বাবার ধ্বজা, প্রত্যক্ষতার ধ্বজা উত্তোলনে সহযোগী হবে, ঠিক সেইভাবেই সমূহ বর্গের সকলেও প্রত্যক্ষতার ধ্বজা উত্তোলনে সহযোগী হবে, তখন বলা যাবে সকলের সহযোগের দ্বারা সুখময় দুনিয়ার স্থাপন। তারা সহযোগী হচ্ছে কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে এখন বিশেষ আত্মাকে সহযোগে

সামনে এগিয়ে যেতে দাও, নিমিত্ত বানাও। নিমিত্ত বানানোর বীজ বপন করো। বুঝেছো, কী করতে হবে? বিদেশেও এখন আই. পি. কিংবা ভি.আই. পি.র কানেকশন সহজ হয়ে গেছে, তাই না! কঠিন নয় তো না? কঠিন নাকি সহজ? তো তোমরা সবাই যখন পরের নিউ ইয়ারে আবার আসবে তখন পরবর্তী নিউ ইয়ারের উপহার হিসেবে বাপদাদা এমনই ফুলের তোড়া দেখতে চান। এক বছর আছে, সেটা কম নয়। দেশের তোমরাও করবে, বিদেশের তোমরাও করবে। (হ্যাঁ বাবা) অবশ্য করবো। বলো, হয়েই রয়েছে। শুধু নিমিত্ত হতে হবে। ডবল বিদেশি বলো। সব বিদেশি তালি বাজাও। আচ্ছা - দেখবো প্রথমে কে তৈরি করে, দেশ নাকি বিদেশ! এছাড়া, কত বড় স্তবক তৈরি করতে পারো দেখবো! ঠিক আছে তো না? চতুর্দিকে শুনছে। দেশেও শুনছে, বিদেশেও শুনছে। এখন আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে, তাদের মনে প্ল্যান তৈরি হচ্ছে - এটা করবো, এটা করবো। আচ্ছা - এটা তো হলো বিশ্ব সেবা।

স্ব-এর জন্য কী করবে? সেই প্ল্যানও হবে তো না? কেননা, যদি স্ব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ প্ল্যান তৈরি না করো তবে বিশ্ব সেবাতে সকাশ প্রাপ্ত হবে না। সেইজন্য বাপদাদা সবার হৃদয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনা জেনে এটাই বলবেন যে, প্রতিটি উৎসবে বাচ্চারা, হতে পারে তারা সিলভার জুবিলির, অথবা আরও যা যা জুবিলী হওয়ার আছে, সবাই হৃদয় থেকে, উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নিজের মনে বাবার কাছে এটা প্রতিজ্ঞা করেছে আমরা বাবা সমান হয়েই দেখাবো। সবাই তোমরা এই প্রতিজ্ঞা করেছো তো না? ডবল ফরেনার্স প্রতিজ্ঞা করেছো? (সবাই হাত নাড়িয়েছে) আচ্ছা অভিনন্দন। খুব মিষ্টি, খুব ভালো, খুব সুন্দর, খুব শক্তিশালী প্রতিজ্ঞা তো করেছো। এবারে শুধু পালন করতে থাকো। সেই সময় যারা প্রতিজ্ঞা করে, খুব উৎসাহ-

উদ্দীপনার সাথে করে, তাদের মনোবলও খুব প্রবল থাকে, তারপরে কী হয়? মায়া কখনো ইঁদুরের রূপে

এসে যায়, কখনো বিড়ালের রূপে এসে যায়, বিড়াল কী করে? ম্যাও ম্যাও করে, তাই না? তাহলে, বাচ্চারা কী করে? ম্যায় ম্যায় ম্যায় (আমি আমি আমি), সুতরাং বিড়ালের এই ম্যাও-ম্যাও ক'রো না। ইঁদুর কী করে? ইঁদুর নির্বুদ্ধি হয়ে যা পায় তাই খেয়ে নেয়, কেটে দেয়। তো মায়াও বাচ্চাদের সমূহ ভান্ডার কেটে খেয়ে নেয়। কখনো বাঘ এসে যায়, বাঘ কী করে? যারা নির্ভীক তাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার ঘটায়। সর্বশক্তিমান বাচ্চাদের নিরাশ করে তোলে। এমন ক'রো না, আসতে দিও না, ডবল লক লাগিয়েই রেখো। এই বছর কাউকেই আসতে দিও না।

সকল বিষয় থেকে মুক্ত-বছর হিসেবে এই বছর উদযাপন করো। মুক্তি বছর। যখন এই মুক্তি বছর উদযাপন করবে তখন মুক্তিধামে যাবে। এর জন্য কী করবে? খুব ছোট একটা ব্যাপার, বড় ব্যাপার নয়। বাপদাদা শুধু ছোট একটা স্লোগান দিচ্ছেন "সফল করো, সফলতা প্রাপ্ত করো।" বুঝেছ! সফল করো, সফলতা প্রাপ্ত করো - কী সফল করতে হবে? যা কিছু তোমাদের কাছে আছে, নিজের যা প্রপার্টি আছে - সময়, সঙ্কল্প, শ্বাস অথবা তন-মন-ধন সফল করো, না ব্যর্থ নষ্ট করো, না সময়ের জন্য সংরক্ষণ করো। সঙ্কল্পকেও সফল করো। একেকটা সঙ্কল্প তোমাদের প্রপার্টি। যেমন, ধন স্থূল প্রপার্টি, তেমনই সূক্ষ্ম প্রপার্টি হলো সময়, শ্বাস, সঙ্কল্প। একটা সঙ্কল্পও যেন ব্যর্থ না হয়, সফল হতে হবে। হয় তা' মন্সা সেবা দ্বারা, অথবা বচন দ্বারা, কিংবা কর্ম দ্বারা - চেক করো, কতটা সফল করেছ! কতটা জমা করেছ! তাছাড়া, বাপদাদা এই বছর এই বিশেষ বরদান দিচ্ছেন - সফল করো আর পদমগুন সফলতার অনুভব করো। এই প্রত্যক্ষ ফল সহজভাবে প্রাপ্ত করতে পারো, শুধু নির্মল হৃদয় দিয়ে। প্রকৃত হৃদয়ের প্রতি ভোলানাথ বাবা খুব সহজে প্রসন্ন থাকেন, সেইজন্য সফল করো। জ্ঞান ধন, সমূহ শক্তির ধন, গুণের ধন সবসময় সফল করো। সফল করতে জানো তোমরা নাকি একপাশে সরিয়ে রাখতে কিংবা সামলে রাখতেই বেশি জানো? সরিয়ে রেখো না, ব্যবহার করো। যখন বলো যে সব কিছু অকস্মাৎ হবে, এভাররেডি হতে হবে, তখন যা কিছু তোমাদের আছে তা' সফল করো। বাপদাদার চাই না, নিজের জন্য জমা করো। বাপদাদা তো দাতা, কিন্তু সফল করা অর্থাৎ জমা করা, কেননা, বাপদাদা সময় অনুসারে জমা করার খাতা দেখেছেন, প্রত্যেক বাচ্চার জমা করার খাতা বাপদাদার কাছে আছে। তো জমার খাতায় কী দেখেছেন? কিছু কিছু বাচ্চা মনে করে বা বলে অনেক আছে - আমাদের এটাও জমা আছে, এটাও জমা আছে, জমার খাতা বাইরে থেকে অনেক বর্ণন করে কিন্তু বাবার জমার খাতায় যে যতটা বলে, মনে করে তা' থেকে অনেক কম জমা আছে। কেন? সেই প্রথম পাঠ, "আমি আর আমিত্বভাব।" আমি করেছি, এই সেবা আমার, এটা আমার কার্য। তো জমা করার সময়ে, তারা মনে করে যে জমা করছি, কিন্তু তা' অটোমেটিক্যালি জমার খাতা থেকে বেরিয়ে ব্যর্থের খাতায় জমা হয়ে যায়। এটা অটোমেটিক সূক্ষ্ম মেশিনারি। বাবা করিয়েছেন, বাবার সেবা, আমার সেবা নয়। আমি করেছি, না। বর্ণন ক'রো না, আমি এটা করেছি, আমি এটা করি ... এই আমি আমি নয়। বাবা, বাবা, বাবা বলো তো পদমগুন জমা হয়ে যাবে।

আর যদি আমি আমার বলবে তো ট্রান্সফার হয়ে ব্যর্থের খাতায় জমা হয়ে যাবে। এই অটোমেটিক মেশিনারি খুব ফাস্ট, তোমরা জানতেও পারো না। এর চেকিংও অতি উদার হৃদয়ে, আমিত্ববোধ থেকে পৃথক হয়ে যারা করবে তারাই করতে পারবে। যখন আদি রত্নসমূহ শুরুতে স্থাপনের জন্য বেরিয়েছিল, সেবাতে বেরিয়েছিল তখন তাদের কোন ভাব ছিল? কী বোল নির্গত হতো? আমিত্বভাব ছিল? বাবা বাবা বলেছে তখনই বাবার উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ) হয়েছে, তারা আজ সেবার মূলকারণ হয়েছে, বাবা বাবা বলার এটা প্রমাণ।

এখন বাপদাদার কাছে ওয়ারিশ কোয়ালিটি (heir/উত্তরাধিকারী) খুবই কম আসে, কেন? বাবা আর আমিত্ব ভাব মিক্স হয়ে রয়েছে, সেইজন্য এই বছর বাপদাদা উদার চিত্তে বরদান দিচ্ছেন যে - যত যত বেশী পরিমাণে জমা করতে চাও তত বেশী করে জমা করে নাও। সফল করো সফলতা মূর্ত হও। আচ্ছা।

এখন কোন্ উৎসব পালন করেছো? সিলভার জুবিলী। যারা সিলভার জুবিলী পালন করেছো তারা হাত তোলো। যারা তাদের সেরীমনি পালন করেছো তারা হাত তোলো। ডবল সেরীমনি পালন করেছো তোমরা। ভারতেরও, বিদেশেরও। খুব ভালো এই সেরীমনি পালন করা অর্থাৎ নিজেকে নিজে পাক্কা প্রতিজ্ঞার স্ট্যাম্প লাগানো। সেরীমনি পালন করেছো, বাপদাদারও এই দৃশ্য ভালো লাগে। তার সাথে সাথে তোমরা যে সংকল্প করে থাকো, তাতে এই রকম অলমাইটি গভর্নমেন্টের স্ট্যাম্প লাগাও যাতে তা সদা অবিনাশী, অটল থাকে। পালন করা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা। তো এই রকম পাক্কা স্ট্যাম্প লাগিয়েছো? নাকি অস্পষ্ট স্ট্যাম্প লাগিয়েছো? পাক্কা লাগিয়েছো? যে সব কুমার নিজের সিলভার জুবিলী পালন করেছে, তারা হাত তো খুব ভালোই নাড়াচ্ছে, তারা নিশ্চিত যে তারা তাদের সিলভার জুবিলী পালন করেছে? খুব ভালো। এই দৃশ্যকে ভুলে যেও না। যখনই কোনো দুর্বলতা এসে উপস্থিত হবে, তখন নিজের উৎসবের ফটোকে সামনে নিয়ে এসো। প্রত্যেকেরই ফটো তোলা হয় তো না? সবাই পাও তো? তো এমনিই ফটো তোলা হয় না, বিশেষ উদ্দেশ্যে তোলা হয়। ফটো এইজন্যই তোলা হয়, যাতে সেই রকম কোনও সময় এলে যাতে ফটোকে সামনে রাখতে পারো, এই রকম নয় যে, আলমারীতে বন্ধ করে রেখে দিলে যে সময় কালে মনেই পড়লো না। এ হলো সবথেকে বড় সওগাত, এ হলো স্মৃতিকে স্মরণ করবার চিহ্ন। আচ্ছা।

ডবল ফরেনার্স কী চমৎকারিত্ব দেখাবে? ডবল ফরেনার্স এমন চমৎকারিত্ব করে দেখাও যে, এই রকম আত্মাদেরকে সন্দেশ দাও যারা ভারতের জন্য মাইক হবে, কারণ ভারতের মাইকেরও প্রভাব রয়েছে, কিন্তু ফরেনের মাইকেরও ডবল প্রভাব পড়বে। তো ডবল ফরেনারদের এই রকম মাইক তৈরী করতে হবে। করবে? সামনে বছর মাইক আসা চাই। এই রকম নয় যে কেবল ভাষণ করে চলে গেলো। না। সম্বন্ধ যাতে সমীপ হয়। জ্ঞান, যোগে যদি নিয়মিত নাও হয়, কিন্তু এটা যেন মানে যে, এটা সত্যিই ঈশ্বরীয় কার্য আর জীবনও এই রকমই বানানো উচিত, কিন্তু আমার মধ্যে সেই সাহস কম রয়েছে। তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। অন্যদের নিমিত্ত মাইক হতে হতে সে নিজেই তৈরী হয়ে যাবে। এমনিতে সোজাসুজি স্টুডেন্ট হবে না সে, কিন্তু সেবার বল এর দ্বারা অন্যদের নিমিত্ত হবে, তার প্রভাব থেকে সে নিজেও হয়ে উঠবে। তাহলে ডবল ফরেনাররা শুনলে? এখন দেখা যাক কোন্ দেশ নিমিত্ত হয়। যে দেশই নিমিত্ত হবে, তাকে তখন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে।

সকল নব যুগের বিশ্ব অধিকারী, নব জীবনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তক আত্মাদেরকে, সদা সফল করার ফলে সফলতামূর্ত হয়ে ওঠা আত্মাদেরকে, সদা নিজ কৃত প্রতিশ্রুতিকে সাকার স্বরূপ প্রদানকারী অচল, অখন্ড স্বরূপ আত্মাকে, সদা উৎসবে থেকে অন্যদেরকেও উৎসবের দ্বারা উৎসাহিত করে থাকা আত্মাদেরকে, বাপদাদার নব বর্ষ আর নব যুগের স্থাপনার জন্য অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। তার সাথে সাথে যে সকল বাচ্চারা সাহস রেখে অগ্রসর হয়েছে, সাহসী বাচ্চারা আর সহায়ক বাবা, এইরূপ সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

(রাত্রি ১২ টার পর বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে পুনরায় নব বর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন)

বিশ্বের কোণায় কোণায় থাকা সকলকে, বিশ্বের চতুর্দিকের বিশেষ নব জীবনে থাকা সকলকে নব বর্ষের সাথে সাথে নব যুগেরও অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্য প্রতিটি দিন, প্রতিটি সেকেন্ড হলো নতুন। তাই এখন পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়ে আর নতুন বর্ষকে অভিনন্দনসহ শুভেচ্ছা। এই রকম সদা এক এক সেকেন্ডে যে সংকল্পই করো, কর্ম করো, প্রতিটি কর্ম, সংকল্প অভিনন্দন যোগ্য যেন হয়। যারাই সম্পর্কে আসবে, তারাই যেন অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন, এই গীতই গাইতে থাকে। এই নব বর্ষে যাদের সাথেই দেখা হবে, সাথে যারা থাকে, তাদের সবাইকেই সর্বদা খুশীর, দিলখুশ মিঠাই খাওয়াতে থাকবে আর সর্বদা খুশীতে মন থেকে নাচতে থাকবে আর সেবাতে

খুশীর খাজানা ভরে ভরে বিলি করতে থাকবে। তো এই রকম নবীন জীবন, নবীন উৎসাহ-উদ্দীপনার চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে নব বর্ষের সাথে সাথে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন, অভিনন্দন। গুড নাইট আর গুড মর্নিং। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

বরদানঃ- দৃঢ় নিশ্চয়ের আধারে সদা বিজয়ী হওয়া ব্রহ্মা বাবার স্নেহী ভব

যে দৃঢ় নিশ্চয় রাখে, তো নিশ্চয়ের বিজয় কখনো ব্যাহত হতে পারে না। পাঁচটি তত্ত্বই হোক কিম্বা সব আত্মারাও যদি তোমার বিরোধিতা করে আর তুমি অটল নিশ্চয়ের আধারে সমাহিত করবার শক্তির দ্বারা সেই বিরোধিতাকে সমাহিত করে নেবে। নিশ্চয়ে কখনো দোলাচল হতে পারে না। এই রকম অচল থাকা বিজয়ী বাচ্চারাই বাবার স্নেহী হয়। স্নেহী বাচ্চারা সর্বদা ব্রহ্মা বাবার ভুজাতে সমাহিত হয়ে থাকে।

স্লোগানঃ- সর্ব খাজানার চাবী প্রাপ্ত করতে হলে পরমাত্ম ভালোবাসার অনুভাবী হও।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো - প্রতিটি কথায় বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে, কর্মে ডিট্যাচ্ড ভাব অনুভব যেন হয়। ইনি কথা বলছেন ঠিকই কিন্তু বেশ ডিট্যাচ্ড, অত্যন্ত প্রিয়ও মনে হচ্ছে। আত্মিক ভাবে প্রিয়। নম্বর ওয়ান ব্রহ্মার আত্মার সাথে তোমাদের সকলকেও ফরিস্তা হয়ে পরমধামে যেতে হবে, তাই মনের একাগ্রতার উপরে অ্যাটেনশন দাও, মনকে অর্ডার অনুসারে চালাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;